

**ভারত সরকারের সুপারিশ কৃত করোনা ভাইরাস (কোভিড- ১৯) সংক্রমণের জন্য দেশব্যাপী *লকডাউন
এর সময়ে কৃষকদের জন্য কৃষিকার্যের নির্দেশাবলী :**

দেশব্যাপী লকডাউনের আওতার বাইরে থাকা কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্ম:

1. পশু চিকিৎসালয়ের কাজকর্ম
2. কৃষিপণ্য ক্রয় ও ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের কাজে যুক্ত সংস্থার কাজকর্ম
3. কৃষিজাত পণ্যের বাজার কমিটি (এপিএমসি) বা রাজ্য সরকার অনুমোদিত কৃষি বাজার বা মাণ্ডিসমূহ
4. কৃষক বা কৃষি শ্রমিক দ্বারা জমিতে বিভিন্ন কৃষিকাজ
5. কৃষিযন্ত্রপাতি ভাড়া দেওয়ার সংস্থার (কাস্টম ফার্মিং সেন্টার) কাজকর্ম
6. সার/কীটনাশক/বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার উৎপাদন ও প্যাকেজিং এর কাজকর্ম
7. শস্য বোনা বা ফসল কাটার কাজে নিযুক্ত যন্ত্রসামগ্রী যেমন কম্বাইন্ড হারভেস্টার এবং অন্য যন্ত্রপাতির আন্তঃরাজ্য ও রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত

এই অব্যাহতি দেশের কৃষিকার্যের দৈনন্দিন কাজকর্মকে বাধাহীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে যা নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের যোগানকে মসৃণ রাখবে এবং লকডাউনের সময়ে কৃষকরা কৃষিকাজে কোনরকম অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। এই নির্দেশ যাতে সঠিকভাবে কার্যকরী হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকারের নির্দেশনামা: 40-3/2020-DM-I(A) dated 24th, 25th and 27th March 2020, additions to clauses 2, 4, 5 and 6 in exceptions based on request of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, GoI)

ভারত সরকারের নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন মন্ত্রক/দপ্তর থেকে কিছু নির্দেশাবলী জারী করা হয়েছে যাতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম বাধাহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়।

কৃষকদের জন্য পরামর্শ

ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংগ্রহ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) নামক মহামারীর ব্যাপক সংক্রমণ এমন সময়ে দেখা দিয়েছে যখন রবি মরশুমের বিভিন্ন ফসল ঘরে তোলার সময়। মাঠ থেকে এই রবিশস্য সংগ্রহ ও তা ঝাড়াই মাড়াই করে বাজারজাত করার কাজ ইত্যাদি পুরোপুরি সময় নির্ধারিত ব্যাপার। এই বিপর্যয়ের সময়ে দাঁড়িয়ে কৃষকদেরকে সবারকমের সতর্কতা ও সাবধানতা নিতেই হবে যাতে করে এই মহামারী ছড়িয়ে না পড়ে। এর জন্য কিছু সাধারণ ও সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেমন যে কোন সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, ৬০-৭০ শতাংশ অ্যালকোহল দ্রবণ দিয়ে হাত ও যন্ত্রপাতি মুছে নেওয়া, মুখে মাস্ক পরা, সুরক্ষা মূলক পোশাক পরা, একে অপরের থেকে নির্ধারিত নিরাপদ দূরত্ব (১- ২ মিটার) বজায় রাখা এবং সঠিকভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা। কৃষকরা ও কৃষি শ্রমিকগণ সমস্তরকম কৃষিকাজের প্রতিটি ধাপেই এই সতর্কতামূলক আচরণবিধি ও নিরাপদ দূরত্ব অতি অবশ্যই মেনে চলবেন।

1. দেশের উত্তরভাগের রাজ্যগুলিতে এখন গম কাটার সময় আসছে এবং এরজন্য কম্বাইন্ড হারভেস্টারের রাজ্যের মধ্যে ও রাজ্যের বাইরে যাতায়াতকে লকডাউনের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, সারানো বা ফসল কাটার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য আবশ্যিক সতর্কতামূলক সুরক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।
2. রবি মরশুমে সরিষা হল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল যা কৃষকরা এখন হয় মাঠ থেকে ফসল তুলছেন বা ঝাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত আছেন।
3. জমি থেকে মুসুর, ভুট্টা এবং লক্ষা তোলার কাজ চলছে এবং ছোলাও খুব শীঘ্রই সংগ্রহ করা হবে।
4. মাঠ থেকে আখ কাটা এই মুহূর্তে পুরোদমে চলছে এবং উত্তরের রাজ্যগুলিতে আখ লাগানোর কাজও শুরু হয়ে গেছে।
5. ফসল তোলার সময় এবং তার আগে ও পরে যথোপযুক্তভাবে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক দূরত্বের বিষয়গুলি পালন করতে হবে।
6. যেসব জায়গায় হাত দিয়ে মাঠের ফসল তোলা ইত্যাদি কাজগুলি করতে হবে সেখানে এইসমস্ত কাজগুলি এমনভাবে করতে হবে যাতে কর্মরত প্রতিটি মানুষের মাঝখানে ৪ - ৫ ফুটের নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে। এক্ষেত্রে ৪ - ৫ ফুট দূরে দূরে কয়েকটি সারির ফসল কাটার দায়িত্ব এক একজনকে দেওয়া যেতে পারে যাতে কৃষক বা কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে।
7. মাঠে কর্মরত প্রতিটি মানুষের উচিত জীবাণুপ্রতিরোধী মুখোশ পরে কাজ করা এবং বারেরবারে সাবান দিয়ে নিজেদের হাত ধুয়ে নেওয়া।
8. মাঠে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়া, খাবার খাওয়া এবং তারপরে ফসল নিয়ে যাওয়ার সময়-সবক্ষেত্রেই উচিত পারস্পরিক দূরত্ব নিরাপদ সীমার মধ্যে (৪ - ৫ ফুট) রাখা।
9. মাঠে কাজ করার সময় যতটা সম্ভব ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করতে হবে। একই দিনে অধিক সংখ্যক লোককে কাজে নিযুক্ত না করাই ভালো।
10. এই সময়ে যথাসম্ভব পরিচিত মানুষজনকেই মাঠের কাজে নিযুক্ত করা ভালো, এতে করে সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস জীবাণু বহনকারী কোন মানুষের থেকে মাঠে নিযুক্ত অন্যান্য লোকের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা এড়ানো যাবে।
11. হাতে করে ফসল কাটার চাইতে যন্ত্রের সাহায্যে ফসলকাটাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যন্ত্র চালানোর জন্য যেকোন লোকের প্রয়োজন কেবলমাত্র সেকজনকেই এই কাজে লাগাতে হবে।
12. ফসল কাটার যন্ত্রগুলিকে প্রবেশপথে নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ফসল বা উৎপাদন সামগ্রী বহন করার গাড়ি এবং বস্তাবন্দী করার যন্ত্র, বস্তা ও অন্যান্য প্যাকেজিং সামগ্রীও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ফসল তোলার সময় তা ৪ - ৫ দূরে দূরে ছোট ছোট স্তূপে করে এক একটি স্তূপের দায়িত্ব ১ - ২ জনকে দেওয়া যেতে পারে।
13. ভুট্টা ও চীনাবাদাম ঝাড়নের যন্ত্রগুলিকে বিশেষ করে যেগুলি বিভিন্ন কৃষকগোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে উপযুক্তভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। মেশিনের যেসমস্ত যন্ত্রাংশ বারেরবারে হাতদিয়ে ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে সাবানজল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

ফসলতোলা, গুদামজাতকরণ এবংবাজারজাত করার সময়ে সতর্কতা

1. কৃষিখামারে ফসল শুকানো, ঝাড়াই, মাড়াই, পরিষ্কার করা এবং প্যাকেজিং এর বিভিন্ন স্তরে যাতে করে শ্বাসনালীতে ধুলো এবং এরোসল প্রবেশ করে শ্বাসকষ্ট ঘটাতে না পারে সেজন্য মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

2. শস্যের গুদামজাত করার আগে সেগুলিকে ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। গুদামের পোকা যাতে আক্রমণ না করে সেজন্য পুরানো বস্তা ব্যবহার করা উচিত নয়। চটের বস্তাকে ৫ শতাংশ নিম দ্রবণে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করলে ভালো হয়।
3. ভবিষ্যতে ফসলের ভালো দাম পাবার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করতে এবং খামারে উৎপাদিত শস্যকে যাতে পূর্ণমাত্রায় গুদামজাত করা যায় সেজন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় চটের বস্তা মজুত আছে কিনা তা আগেভাগেই দেখতে হবে।
4. বাজার/মার্জিতে বিক্রি করার সময় যখন ফসল গাড়িতে তোলা হবে এবং নিয়ে যাওয়া হবে, তখন উপযুক্তভাবে ব্যক্তিগতস্তরে জীবাণুপ্রতিরোধী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
5. যে সমস্ত কৃষকরা বীজ উৎপাদন করছেন তারা বীজ বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত নথিপত্রসহ বীজ বিক্রেতা কোম্পানিতে নিয়ে যেতে পারবেন। বিক্রয়মূল্য গ্রহণের সময়ও তাদের উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
6. বীজ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি থেকে বীজ প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকেজিং করে বীজব্যবহারকারী রাজ্যগুলিতে পরিবহন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যাতে করে পরবর্তী খরিফ মরশুমে বীজের যোগান অক্ষুণ্ণ থাকে, যেমন সবুজ গোখাদ্যের বীজ যা উত্তরের রাজ্যগুলিতে এপ্রিল মাসে বোনা হয় তা দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকেই আসে।
7. মাঠ থেকে বিভিন্ন শাকসবজি যেমন টম্যাটো, ফুলকপি, বিভিন্ন ধরনের শাক, শসা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি সরাসরি বাজারজাত করার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

বর্তমানে মাঠে থাকা ফসলসমূহ

1. যে সমস্ত এলাকায় গম চাষ হয় সেখানকার তাপমাত্রা দীর্ঘমেয়াদী গড় তাপমাত্রার থেকে এখনও বেশ অনেকটা নিচে। যার ফলে গম কাটা ১০-১৫ দিন পিছিয়ে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত করলেও ফসলের উৎপাদন খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এতে কৃষকরা ঝাড়াই-মাড়াই করে বাজারজাত করার জন্য বাড়তি অনেকটা সময় পাবেন।
2. দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মাঠের বোরো ধান এখন দানার পুষ্টি দশায় আছে। এইসময় বলসা (নেক ব্লাস্ট) রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এরজন্য বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ করা নির্দিষ্ট ছত্রাকনাশক যেমন ট্রায়াজোল বা স্ট্রবিলিউরিন স্প্রে করা যেতে পারে।
3. পাকা ধান মাঠে থাকা অবস্থায় যদি অসময়ে বৃষ্টি হয় তাহলে গাছেই দানার অঙ্কুরোদগম (কল হওয়া) আটকাতে ৫ শতাংশ লবণজল স্প্রে করা যেতে পারে।
4. আম গাছে এখন মুকুল থেকে গুটি ধরছে। এই অবস্থায় স্প্রে করে সার বা শস্য সুরক্ষার জন্য কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করার সময় বিভিন্ন সামগ্রী বহন করা, মেশানো এবং যন্ত্রপাতি ধুয়ে পরিষ্কার করার সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
5. গ্রীষ্মকালীন ডালশস্য যেমন মুগ ইত্যাদিতে সাদা মাছির আক্রমণ ও তার ফলে হলুদ মৌজৈয়িক ভাইরাস রোগ হতে পারে। এক্ষেত্রেও নিজেদের সুরক্ষা সাবধানতা অবলম্বন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।